দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

স্কুল জাতীয়করণ হলেও মিলছে না সরকারি সুযোগ-সুবিধা

অবকাঠামোর উন্নয়ন না হওয়ায় ভাঙ্গাচোরা ক্লাসরুম নিয়ে চলছে এ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বসার জন্য নেই বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিলসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। নেই পাঠদানে শিক্ষা উপকরণ, মাঠ থাকলেও নেই খেলার সামগ্রী। শিক্ষকদের নিজস্ব খরচে এখনো চালাতে হচ্ছে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় শিক্ষকরা মানবেতর জীবনযাপন করছে।

সরকারি ঘোষণা করা এ সব স্কুলের মধ্যে সদর উপজেলার আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আখানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজও উপ-বৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় আসেনি। এ দুটি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে ৩ শতাধিক শিক্ষার্থী। উপ-বৃত্তির সুবিধা না পাওয়ায় এলাকার দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে। আবার কেউ সন্তানদের বিদ্যালয়ও পরিবর্তন করে অন্যত্র ভর্তি করছেন।

আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লুসি রায় জানান, নিজেদের টাকা দিয়ে শিক্ষা উপকরণ কিনে স্কুল চালাতে হচ্ছে। বিদ্যালয়টি জাতীয়করণের এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো শিক্ষকরা জাতীয়করণ হয়নি। ফলে অর্থের অভাবে সংসার পরিচালনা করতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চিত্ত মোহন রায় বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা স্বীকার করেন।

নতুন জাতীয়করণ হওয়া জগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহৎ আলম জানান, শিক্ষকরা বেতন-ভাতা না পাওয়ায় পাঠদানে অমনোযোগী হচ্ছেন। শিক্ষকদের দ্রুত জাতীয়করণের আওতায় আনতে সরকারের কাছে দাবি করেন তিনি।

জেলা প্রাথমিক মনিটরিং অফিসার মোমিনুল হক জানান, জেলায় এখন পর্যন্ত দুটি নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উপ-বৃত্তির আওতায় আসেনি। স্কুল দুটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু হারেছ বলেন, ঠাকুরগাঁও জেলা ৫টি উপজেলায় দ্বিতীয় ধাপে ৪৭টি বেসরকারি বিদ্যালয় জাতীয়করণের আগে প্রথম ধাপে ৪৮৯টি বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়। তৃতীয় ধাপের জন্য আরো ২১ বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।